বাংলার মেয়ে বাংলায় থাকুক হোক না তা কারাগারে

মোস্তাফা জব্বার

এখনো কিন্তু তারেক-মামুন-বাবরদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন-খুন ইত্যাদির মামলাগুলো হয়নি। এখন যদি শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে একটি সরকারবিরোধী জনমত গড়ে ওঠে তবে সেই সুযোগটা তো তারেকরাই পাবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার যদি রাজনৈতিক ভুল করে এবং তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ায় তবে সংকটটি অনেক বেশি গভীর হবে– এটি বুঝতে বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে না দেওয়াটি যেমন একটি ভুল ছিল– তাকে গ্রেপ্তার করা তার চাইতেও বড়ো ভুল হয়েছে– এটি হাতের আঙুলের যোগবিয়োগে অতি সরল অংক করেই বলা যায়।

শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হওয়ায় অন্য আরো অনেকের মতো আমিও অবাক হইনি। দেশের প্রায় প্রতিটি সাধারণ মানুষও জানতো, শেখ হাসিনা যে কোনো দিন জেলে যাবেন। এজন্য কাউকে জ্যোতিষী বা পণ্ডিত হতে হয়নি। কারণ বিগত ছয় মাসে বর্তমান সরকার নিজেরাই শেখ হাসিনাকে জেলে ভরার জন্য প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে হাসিনা হটাও অভিযান এতো ব্যাপক ও নগ্ন ছিল যে, কোনো মানুষকেই ক্যালকুলেটর বা সফটওয়্যার ব্যবহার করে হিসাব করে বের করতে হয়নি যে, 'মাইনাস টু' মানে কী? এখন যখন বেগম খালেদা জিয়া সেনানিবাসের মইনুল রোডের আপন নিবাসে কোকোকে (যাকে গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) নিয়ে চমৎকার সময় কাটাচ্ছেন এবং শেখ হাসিনা কারাবন্দী, তখন দেশের মানুষ হিসাবটা বুঝতে পারছে– আসলে কাকে মাইনাস করাটা বর্তমান সরকারের একমাত্র এজেন্ডা হয়ে আছে। আমরা যারা এই সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দেখে এখনো সানন্দে গদগদ হয়ে ব্যাপক প্রশংসা করছি বা করতে চাই, তারা হয়তো অনেক হিসাব আগে করতে পারিনি। ভুল বটে!

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই– এই সরকার তারেক-বাবর-মামুন-নাজমুল হুদাসহ লুটেরাদের বিরুদ্ধে অসীম সাহসী ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু এখনতো মানুষ এই অঙ্ক করছে যে, এইসব ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য কি শেখ হাসিনাকে ঠেকানো? কারণ, লোকের ধারণা, ২২ জানুয়ারি নির্বাচন হলে ৩০০ আসনে খালেদা জিয়া জিতলেও এক বছরের বেশি সময় তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারতেন না এবং পরের সরকারটি অবধারিতভাবেই শেখ হাসিনার হতো। লোকে বলে, সেই শেখ হাসিনার সরকার যাতে আবার ক্ষমতায় আসতে না পারে, তার জন্য বেগম জিয়ার আমলে অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অতীতের কোনো চেষ্টাই কাজে না লাগায়, জর"রি অবস্থার ট্রাম্পকার্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে। মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে সংস্কার, ফেরদৌস কোরেশীর পার্টি গঠন এবং আওয়ামী লীগের ভেতরে ফাটল ধরানোর চেষ্টার হিসাবটা এমন অঙ্ক মেলাতে সাহায্য করে মাত্র।

এখন যদি সরকার বেগম খালেদা জিয়া, কোকো এবং নিজামী-মুজাহিদ, এরশাদ ও অন্যান্য জঙ্গিদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সমআচরণ না করে, তবে মানুষের সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে। 'দুই নেত্রী' 'দুই নেত্রী' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর এক নেত্রী জেলে এবং অন্য নেত্রী, যিনি দুর্নীতিবাজ জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি খোশ মেজাজে; সেটি সরকারের জন্য ভালো ইঙ্গিত দেয় না। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৩ মামলার বিপরীতে খালেদার বির"দ্ধে দিনকালের সিভিল স্যুট মামলাও পরস্পর তুলনীয় নয়।

আমি জানি না, সরকার স্বীকার করবে কিনা যে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশে ফিরতে না দেওয়ার পদক্ষেপটি একটি মারাত্মক ভুল ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করাটা সম্ভবত সেই ভুলের চেয়েও আরো একটি বড়ো ভুল। আমরা জানি না– এই সরকার এই একটি ভুলের আর কতো খেসারত দেবে।

হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ পাহারায় সাদেক সিদ্দিকীর মিছিল এবং মিষ্টি বিতরণ দেখে যদি সরকার মনে করে থাকে যে, পুরো দেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সানন্দে তাদের প্রতি অন্তরের সকল ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে, তবে হিসাবটা ভুল হবে। এটি হয়তো হতে পারতো, যদি এমন তথাকথিত একটি চাঁদাবাজির মামলার বদলে হাসিনার বিরুদ্ধে একটি তারেক-মামুন-বাবর মার্কা জুৎসই মামলা প্রমাণসহ দাঁড় করানো যেতো। কোনো একজন আজম, যিনি নিজেই লুটেরা-দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, তিনি বিএনপির পুরো আমল পার করে একটি চাঁদাবাজির মামলা করলেন; যে মামলায় আসামি হিসেবে শেখ হাসিনার নাম নেই এবং আসামি কেউ একজন হাসিনাকে চাঁদার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে 'রিমান্ডে' (রিমান্ড কাকে বলে সেটি আমরা সবাই জানি) স্বীকারোক্তি দিলেন এবং তাতেই শেখ হাসিনার মতো কেউ, যার বাড়ির সামনে শত শত পুলিশ দিনরাত পাহারা দেয় এবং তার পালাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাকে আদালতের সমন ছাড়া গ্রেপ্তার করা হলো এবং সেটি মধ্যরাতের নাটক বানিয়ে– এটি যার মস্তিষ্ক থেকেই এসে থাকুক না কেন, সেটি সরকারের পক্ষে যায়নি। এমনকি এমনও শোনা গেছে, সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ শেখ হাসিনার মতো নেত্রীকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেয়নি, বরং উপদেষ্টাদের অনেকেই এ বিষয়ে টিভি থেকে খবর পেয়েছেন– এটি একটি ভালো সরকারের পরিচয় প্রদান করে না। এর ফলে যে সরকার স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা-জনগণের অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি যৌথ নেতৃত্বের কথা বলে, তাদের এমন কাজ জনগণের কাছে তাদেরকেই ছোট করে।

সরকার আশা করি মনে রাখবেন, সাদেক সিদ্দিকীরা যে পরজীবী-লুম্পেন তার নতুন কোনো প্রমাণের দরকার নেই। তার নিজের বায়োডাটা দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। বরং সরকারকে এখনি বুঝতে হবে যে, আর নতুন কোনো ভুল না করে অতীতের ভুলের পরিণতিটা কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া যায়, সেই পথ খুঁজে বের কর"ন। আমি প্রবীণ সাংবাদিক আসফউদ্দৌলা, কে জি মুস্ৰাফা, কবীর চৌধুরীসহ দেশের বিবেক বলে যাদেরকে বিবেচনা করা হয়, তাদের কথাগুলোর টেপ বাজিয়ে শোনার জন্য সরকারের কাছে করজোড়ে নিবেদন করি, গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা না হয় নাইবা পড়লেন।

বাস্তবতা হলো, গোড়া থেকে মনে হয়েছে, এই সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডায় স্পষ্টতা নেই। গত ১৫ জুলাই রাতে একুশে টিভির একুশে সময় অনুষ্ঠানে সাংবাদিক আসফউদ্দৌলা স্পষ্ট করে বললেন, দেশে ২০০৮ সালে নির্বাচন হবে না। যারা ক্ষমতায় আছে তারা যাওয়ার জন্য আসেননি। অন্যরাও প্রায় একই কথা বলছেন। এখন অনেকেই এমন হিসাব করছেন যে, ৫৮ সালে আইয়ুব খান রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই সামরিক শাসন জারি করেন। আইয়ুব-ইয়াহিয়া (জিয়াউল হক-পারভেজ মুশাররফ)-জিয়া-এরশাদ-কেউ বলতেন না যে, তারা ক্ষমতা দখল করছেন। তারা 'দেশকে রক্ষা করার জন্য' ও 'জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যই' ক্ষমতা নিতে বাধ্য হন। ক্ষমতা দখলের সময় তাদের কারো রাজনীতির উচ্চাভিলাষ ছিল না। কিন্তু সত্য কথা হলো, তারা কেবল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকেননি বরং জনগণ যতোক্ষণ তাদেরকে আন্দোলন করে না তাড়িয়েছে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমতা ছাড়েননি।

এই সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কিন্তু এমন ধারণা ছিল না। তারা আইয়ুব-ইয়াহিয়া-জিয়া এরশাদের জুতা পায়ে দিয়েই সেনা সমর্থক সরকার গঠন করেছেন– এটি কিন্তু দেশের মানুষ এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। কিন' মিডিয়ায় এই কথাগুলো এখন বলা হচ্ছে। সম্ভবত এই সরকার এমনসব কথা বলার মতো অবস্থা তৈরি করেছে। বিশেষ করে সরকারের অন্তত একজন উপদেষ্টা যেসব ভাষায়, যেভাবে কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তাতে সাধারণ মানুষ ঘরপোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে। শেখ হাসিনাকে এমনভাবে গ্রেপ্তার করায় সেই সন্দেহের আগুনে ঘি ঢালা হলো মাত্র।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা, চাঁদাবাজির মামলায় চার্জশিট দেওয়ার জন্য হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে- এই কথাটি মোটেও আইনসিদ্ধ নয়। সরকারকে বুঝতে হবে, এজন্য যে আদালত সমন জারি করতে পারতো– জামাতের নেতা আলী আহসান মুজাহিদ যে নিজে সরাসরি চাঁদাবাজির মামলা মাথায় নিয়ে বিদেশ সফর করছেন– আরো অসংখ্য নেতা যারা চাঁদাবাজির মামলায় জড়িত হয়ে সংস্কার আন্দোলন করছেন, তাও মানুষ গণনায় রাখে। আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি, এই সরকারের রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর ব্যবস্থাপনা খুবই খারাপ। এই

সরকারের সাহসের কমতি নেই। কিন্তু রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির কমতি আছে। তারা শেখ হাসিনাকে নিয়ে এরই মাঝে বারবার যেসব তালগোল (কিংবা গোল-তাল) পাকাচ্ছে তাতে ফলাফল সত্যি সত্যি তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। আমি তো বরং এই শঙ্কায় আছি যে, শেখ হাসিনার মতো নেতা-নেত্রীকে এভাবে রাজনৈতিক হয়রানি করার ফলে প্রকৃত লুটেরারা না ফায়দা নিতে পারে।

এখনো কিন্তু তারেক-মামুন-বাবরদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন-খুন ইত্যাদির মামলাগুলো হয়নি। এখন যদি শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে একটি সরকারবিরোধী জনমত গড়ে ওঠে তবে সেই সুযোগটা তো তারেকরাই পাবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার যদি রাজনৈতিক ভুল করে এবং তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ায় তবে সংকটটি অনেক বেশি গভীর হবে– এটি বুঝতে বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে না দেওয়াটি যেমন একটি ভুল ছিল– তাকে গ্রেপ্তার করা তার চাইতেও বড়ো ভুল হয়েছে– এটি হাতের আঙুলের যোগবিয়োগে অতি সরল অংক করেই বলা যায়। কম্পিউটার লাগে না।

আমার বরং এটিও মনে হয় যে, কাজটি না তাদের নিজেদের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়ে যায়। বিশেষত যেসব প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে তার বাস্তবায়ন না ভণ্ডুল হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের মাত্র একদিন আগে এই সরকার নির্বাচন কমিশনের মুখ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে রোডম্যাপ ঘোষণা করিয়েছে সেটিও না সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। নাকি, যাতে নির্বাচন ভণ্ডুল হয়, সেজন্যই শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

একসময়ে যখন শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে না দেওয়ার জন্য তাকে সরকার ও দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয় তখন একবার মনে হয়েছিল 'শেখ হাসিনার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখবো। কিন্' এখন মনে হলো সেটি লিখবো না। কেননা তার জেলে যাওয়াটা আমার কাছে দেশে ফিরতে না পারার চাইতে কম বেদনাদায়ক। আমি আমার নিজের অসহায়ত্বের কথা ভাবি। আমাকে যদি কোনো একদিন বলা হয় যে, তুমি বাংলাদেশে থাকতে পারবে না– তাহলে আমার মানসিকভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। যদি বলা হয়, দেশে থাকলে জেলে থাকবে এবং বিদেশে থাকলে পাঁচতারা শৈলনিবাসে থাকতে পারবে– কোনটা চাও– আমি সম্ভবত প্রথমটা বাছাই করবো। শেখ হাসিনা নিশ্চিত জেনেই প্রথম অপশনটা বাছাই করেছেন। তিনি যখন সর্বশক্তি দিয়ে স্বদেশে ফেরার যুদ্ধটাতে সফলভাবে জয়ী হন তখন তার জন্য জেলের দরোজাটি খোলা হয়। বস্তুত তিনি যাতে জেলে যাওয়ার ভয়ে দেশে না আসেন সেজন্য সরকার তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল যা পরে প্রত্যাহার করা হয়। ঐ যাত্রাতেই শেখ হাসিনা যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে ঘোষণা করেছিলেন, আমরা ক্ষমতায় গেলে এই সরকারের কর্মকাণ্ড বৈধ করবো। কিন্তু হাসিনার এই ঘোষণা যাকে অনেকেই বিতর্কিত বলেন তাদেরকে অবাক করে দিয়ে এই সরকারের একজন উপদেষ্টা বলে দিলেন যে, শেখ হাসিনার কাছে তারা তাদের কাজকর্মের বৈধতা চান না। আমি ধারণা করি, এই সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে সদলবলে উপস্থিত থেকে শেখ হাসিনা এই সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না পেলেও সেদিন নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন।
আমি নিজে শেখ হাসিনার অনেক রাজনৈতিক ভুল বা বিচ্যুতি আছে বলে মনে করি। আমার মতো আরো অনেকেই খুশি হতেন যদি শেখ হাসিনা সব বিষয়ে নিজে কথা না বলতেন। কিন্তু শেখ হাসিনাকে এমন একটি সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে মাঝে মধ্যে মনে হয়, গাফ্ফার ভাই-ই সম্ভবত শেখ হাসিনা সম্পর্কে সঠিক কথাটি বলেন। শেখ হাসিনার নানা কাজের তীব্র সমালোচক গাফ্ফার ভাই এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বলেছেন যে, দেশে কেবলমাত্র একটিই পুর"ষ মানুষ আছে– যার নাম শেখ হাসিনা। তিনি হয়তো স্মরণ করবেন– বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরে বেগম জিয়ার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, লুটপাটের বিরুদ্ধে, হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে, তারেক-মামুন-বাবরের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার মতো স্পষ্ট ভাষায় আর কেউ কথা বলেনি। শেখ হাসিনা যখন বলতেন, তারেক হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তখন তারেক তো মামলা করেছিল। আমাদের সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরাও, এমনকি আওয়ামী ঘরানার– যারা শেখ হাসিনার সামনে গিয়ে ভালো সাজার চেষ্টা করতেন এবং তার কাছ থেকে বেরিয়েই তাকে দুটি গালি দিতেন তারাও তারেকের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার এসব কথা বলা পছন্দ করতেন না। এসবকে তারা ভীষণ বাড়াবাড়ি মনে করতেন। কিন্তু বাস্তবতা কি এমন নয়

যে, শেখ হাসিনার জন্যই তারেকদের প্রকৃত চেহারা জনগণের সামনে খুলে গেছে?

২০০১ সালের নির্বাচনের পর পুরো দেশজুড়ে যখন সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়, যখন পূর্ণিমাদের ইজ্জত লুট শুরু হয় তখন, বাড়ি-জমি-হাটবাজার-জলমহাল গুদারাঘাট যখন দখল হতে থাকে, যখন টার্মিনাল থেকে বসতবাড়ি পর্যন্ত লুণ্ঠিত হতে থাকে তখন শেখ হাসিনাই কি একমাত্র নন, যিনি সারা দেশের মানুষের হয়ে কথা বলেছেন। কে সেই অপমানিত-লাঞ্ছিত মানবতাকে আশ্রয় দিয়েছিল? তার স্পষ্টবাদিতা অনেকের কাছে ভুল সংকেত দিয়েছে– হয়তো তার নিজের-দলের রাজনীতিরও ক্ষতি করেছে। কিন্তু সত্য আবিষ্কারে সেটি কি সহায়ক হয়নি?। তার রাজনৈতিক ভুল তো আছেই। খেলাফত মজলিশ চুক্তি, ভুল লোককে মনোনয়ন দেওয়া, আশপাশে আওলাদদের বাছাই করা, তিরিশে এপ্রিলের ট্রাম্পকার্ড ঘোষণা ইত্যাদিকে ভুল তো বলা হবেই। কিন্তু ১/১১-এর জরুরি অবস্থা শেখ হাসিনার আন্দোলন ছাড়া এসে পড়তো– এটি সম্ভবত একটি উটপাখির মতো করে সত্য লুকানোর চেষ্টা। শেখ হাসিনার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ অনেক সমালোচিত একটি বিষয়। কিন্তু খালেদা জিয়ার দানবীয় সরকারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার প্রতিবাদের আর কী ভাষা হতে পারতো, সেটি আমরা যদি একটু খুঁজে দেখতাম! তবে শেখ হাসিনা সম্ভবত কৌশলী রাজনীতিক নন। নইলে তিনি জেনেশুনে জেলের জন্য দরজা তৈরি করবেন কেন? কথায় আছে, কানাকে কানা বলিও না। শেখ হাসিনা সেই প্রবাদ বাক্যটি ভুলে গিয়ে সেনা সমর্থক সরকারের শাসনকালে বলে ফেললেন, দেশে ডিজিএফআই-এর গোয়েন্দাদের রাজত্ব চলছে। এমন কানাকে কানা বলার মতো কথা বলার পর শেখ হাসিনা জেলে যাবেন না–এটি কি হতে পারে? সেদিনই আমি ধরে নিয়েছিলোম-শেখ হাসিনা ১৫ দিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন না। আসলে দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর পুরো সময়টা তিনি মুক্ত ছিলেন, এটি মনে করাও সত্য বলা হবে না। তিনি কার্যত বন্দীই ছিলেন। এখনকার বন্দীত্বের চাইতে তখনকার বন্দীত্বের পার্থক্য ছিল এই যে, তখন তিনি শ্বশুরবাড়িতে বন্দী ছিলেন এবং এখন সরকারের বাড়িতে বন্দী আছেন। তার সঙ্গে তখন যে আচরণ করা হয়েছে, সেটি তার পর্যায়ের কোনো মানুষের সঙ্গে করা কতোটা সঙ্গত হয়েছে, সে প্রশ্নও এসে যায়। তবুও ইতিহাস বলে, ইতিহাসের নায়ক-নায়িকাদেরকে নিয়তির নির্মম পরিণতিই ভোগ করতে হয়। বঙ্গবন্ধু সেই নিয়তি ভোগ করে গেছেন। শেখ হাসিনা কি তা এড়িয়ে যেতে পারবেন? সম্ভবত শেখ হাসিনা নিজেই তা চান না। যদি চাইতেন, তবে বেনজির-নেওয়াজ হয়ে এখনো আন্তর্জাতিক মিডিয়া গরম রাখতে পারতেন। কিন্তু বাংলার মাটি তাকে তা করতে দেয়নি। এই মাটি চায়, এই মাটির মানুষ চায়, বাংলার মেয়ে বাংলাতেই থাকুক- হোক না সেটি কারাগার!

১৭ জুলাই ২০০৭

মোস্তাফা জব্বার : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, লেখক।
mustafajabbar@gmail.com